যুগান্তর

তারিখ 13 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দুই শিক্ষকের চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি

৫০০-৮০০ টাকায় বিক্রি হতো প্রশ্নপত্র : ৪ প্রতিষ্ঠানের নাম

হাসিব বিন শহিদ

আরও ৩ হোতা যে কোনো সময় গ্রেফতার

মাত্র ৫০০ থেকে ৮০০ টাকায় ফেসবুকের মাধ্যমে বিক্রি হতো মাধ্যমিক পরীক্ষার (এসএসসি) প্রশ্নপত্র। প্রশ্নফাঁস করে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফলের পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেয়াই ছিল তাদের টার্গেট। সম্প্রতি গ্রেফতার দুই শিক্ষকের আদালতে দেয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে আরও বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে।

এ ঘটনায় দায়ের করা মামলায় রিমান্ড শেষে আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে রাজধানীর জ্ঞানকোষ একাডেমির শিক্ষক জহিরুল ইসলাম ও জ্ঞানকোষ একাডেমি কেয়ারের পরিচালক রফিকুল ইসলাম তাদের জবানবন্দিতে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য দেন।

জাবানবন্দিতে ওই দুই শিক্ষক জানিয়েছেন, প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধির জন্য রাজধানীর চারটি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষরা এ কাজে উৎসাহ জুগিয়েছেন। পরে একটি সিন্ডিকেট করে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা হতো। প্রথমে তারা ফেসবুকের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ছড়াতেন। তারপর নিজেরাই প্রশ্নপত্র ফাঁস করেন।

জবানবন্দিতে তারা আরও জানান, রাজধানীর জ্ঞানকোষ একাডেমির শিক্ষক জহিরুল ইসলাম ফেসবুকের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করতেন। কমলাপুর শের-এ-বাংলা রেলওয়ে স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক ও জ্ঞানকোষ একাডেমি কেয়ারের পরিচালক রফিকুল ইসলামসহ বিভিন্ন স্কুলের কিছু অসাধু শিক্ষক পরীক্ষা শুরুর আগেই প্রশ্নপত্র জহিরুল ইসলামের কাছে পাঠাত। জহিরুল ইসলাম ওই প্রশ্নপত্র ও সমাধানসহ ফেসবুকে পোস্ট করতেন। মামলার এজাহারভুক্ত আসামি আফজাল মিয়াও জহিরুলকে প্রশ্ন পাঠাতেন। এছাড়া আসামি তারিকুজ্জামান হিমেল, আরিফুল ইসলাম, রুমন হোসেন 'অ্যাডমিন প্যানেল বিডি' নামের একটি চ্যাট গ্রুপের অ্যাডমিন হিসাবে কাজ করতেন। তারা বিভিন্ন জনের কাছে ৫০০, ৬০০ ও ৮০০ টাকায় প্রশ্নপত্র বিক্রি করত এবং বিকাশ ও রকেট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তা সংগ্রহ করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করত।

আদালত ও পুলিশ সূত্র জানায়, ওই দুই শিক্ষকের জবানবন্দিতে রাজধানীর চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া গেছে। এর মধ্যে প্রশ্নপত্র ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

৫০০-৮০০ টাকায় বিক্রি হতো প্রশ্নপত্র : ৪ প্রতিষ্ঠানের নাম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফাঁসের অন্যতম হোতা কমলাপুর শের-এ-বাংলা রেলওয়ে স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল আলিমকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বাকি মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল কলোনি উচ্চ বিদ্যালয় ও শাহজাহানপুর রেলওয়ে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও পর্যবেক্ষণে আছেন। পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ ও নির্দেশনা পাওয়া মাত্রই তাদের গ্রেফতার করা হবে। বর্তমানে সন্দেহভাজন মূল হোতা হিসাবে আরও ৩ শিক্ষক তদন্ত সংস্থার পর্যবেক্ষণে আছেন। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সিন্ডিকেটে চার-পাঁচজন হোতাসহ মোট ১৬ থেকে ১৭ জন সদস্য জড়িত রয়েছেন। ইতিমধ্যেই মামলার তদন্ত কাজ প্রায় সম্পন্ন করেছে তদন্ত সংস্থা।

জানতে চাইলে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির পুলিশ পরিদর্শক মো. দেলোয়ার হোসেন যুগান্তরকে বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সব রহস্য আমরা উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছি। ইতিমধ্যেই এ মামলায় দুই আসামি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। তাদের দেয়া স্বীকারোক্তিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস সিন্ডিকেটের আরও কয়েকজন মূল হোতা আমাদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। এছাড়া জড়িত পলাতক কিছু আসামিকে গ্রেফতারের লক্ষ্যে আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আদালত সূত্র জানায়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় ডিবি দক্ষিণে ১ মার্চ একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়। ঘটনার সত্যতা পাওয়ায় গোয়েন্দা (দক্ষিণ) বিভাগের পুলিশ পরিদর্শক মোহাম্মদ নাজমুল হক বাদী হয়ে ওইদিনই রাজধানীর মতিঝিল থানায় একটি মামলা করেন। ১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইনের ৪/১৩ ধারাসহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ৫৭ (২) ধারায় মামলাটি দায়ের করা হয়। এ মামলায় এজাহারভুক্ত আসামিরা হলেন— মো. জহিরুল ইসলাম, মো. রফিকুল ইসলাম, মো. লিটন আলী, মো. তারিকুজ্জামান হিমেল, মো. আরিফুল ইসলাম, মো. রুমন হোসেন, মো. রাজিব আলী, মো. ইয়াছিন আরাফাত অন্তর, মো. আফজাল মিয়াজী, হিমেল শিশির, আসিফ ও রায়হান ওরফে করিম। এদের মধ্যে প্রথম দুই আসামি ৫ মার্চ আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। এছাড়া প্রথম [illegible] আসামিদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে পরে অধ্যক্ষ আবদুল আলিমকে গ্রেফতার করা হয়।